মেইজি জাপানের শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করো। P.P

মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর জাপানে একটি সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। মেইজি নেতারা মনে করেছিলেন যে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসাবে এই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। এরা উপলব্ধি করেন প্রাচীন পন্থী ধ্যান-ধারণা বিসর্জন না দিলে কখনো আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া সফল করা সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার। সংস্কারের পদক্ষেপ হিসেবে জাপানি ছাত্রদের পাশ্চাত্যে পাঠিয়ে পশ্চিমের জ্ঞানবিদ্যা ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলা হয়। এছাড়াও পাশ্চাত্যের ধ্রুপদি সাহিত্য ও উপন্যাস, রাজনীতি, দর্শন ইত্যাদি জাপানি ভাষায় অনুবাদ করে পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটান।

জনমুখী শিক্ষার বেসরকারি প্রয়াস

জাপানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে মেইজি শাসকরা নজর দেন। এর পূর্বে জাপানে সাধারণ মানুষ বৌদ্ধ মঠ পরিচালিত বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করত। এই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পরিকল্পনার অভাব ছিল সুস্পষ্ট। কারণ এতদিন পর্যন্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উচ্চপরিবারের সন্তানেরাই শিক্ষার সুযোগ পেত। তোকুগাওয়া শোগুনের শাসনের শেষদিকে শিক্ষাকে জনমুখী করার বেসরকারি প্রয়াস দেখা যায়।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা

মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর শিক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত ভাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এজন্য ১৮৭১ সালে শিক্ষাদপ্তর দেখাশোনার জন্য একজন মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়, এই শিক্ষা ব্যবস্থায় মার্কিন শিক্ষানীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মেইজি নেতারা ইউরোপের ভাবধারা

অনুসরণ করতে এতটুকুও কুন্ঠিত বোধ করেনাকি। শিক্ষাসংস্কার পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য 1873 খ্রিঃ মন্ত্রী তানাকা ফুজি-ম্যারো-র নেতৃত্বে শিক্ষাসংস্কার সাধিত হয়। বিদ্যালয় পুনর্গঠনে মার্কিন ধাঁরা অনুসরণ করে ত্রিস্তর শিক্ষাব্যবস্থা - প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়। এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুদক্ষ করার জন্য মার্কিন গবেষকদের জাপানে নিয়োগ করা হয়। নর্মাল স্কুল নামে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়।

জাপানে 1877 খ্রিঃ প্রথম পাশ্চাত্যের ধাঁচে টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। জাপানে মূলত একটি রক্ষণশীল শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। কনফুসিও মতাদর্শের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে নাগরিকদের নৈতিকতাবাদী মূল্যবোধ, সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও সচেতনবোধ গড়ে তোলার ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়। রাজানুগত্য ও দেশাত্মবোধকে সামনে রেখে 1890-এ রাজকীয় অনুশাসনের নতুন শিক্ষা নীতি ঘোষণা করা হয়। শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ শুরু করা হয়। এরসাথে বলা হয় উচ্চপদস্থ আমলাদের মতো রাষ্ট্রীয় দায় দায়িত্ব শিক্ষকদেরও পালন করতে হবে। রাষ্ট্রের প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি শিক্ষকদের প্রধান কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়। রাজকীয় অনুশাসনের একটি অনুলিপি ও সম্রাটের একটি ছবি সরকারি স্কুলগুলিতে রাখা বাধ্যতামূলক হয়। সরকারের উদ্যোগের সাথে সাথে বেসরকারি উদ্যোগেও কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তাছাড়া পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব কাটিয়ে একটি স্বনির্ভর শিক্ষার পরিকল্পনা চেষ্টা চালানো হয়।

1880-90 এর দশকে জাপানের প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা বিস্তারের ফলশ্রুতিতে সামাজিক ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে সংবাদপত্র পড়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, উদারপন্থী ও বাস্তবমুখী শিক্ষাব্যবস্থা তাকে [1880-90 এর দশকে জাপানে] জাপানের যে দ্রুত প্রথম দিকে নেওয়া হয়েছিল তা থেকে মেইজি সরকারের বিচ্যুতি ঘটে। পরিবর্তে শিক্ষার ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ হয়, এই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা সংস্কারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশের মানুষের সম্রাটের প্রতি আনুগত্য ও জাতীয়তাবাদী চেতনা বৃদ্ধি করা, এই শিক্ষা নীতির যে আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ জাপানের রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল একথা বলা আজও অযৌক্তিক হবে না, এই আগ্রাসী মনোভাব শিক্ষা সংস্কারের মধ্যে নিহিত ছিল।